রিমান্ডে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতাল ঘুরে এলেন সাহেদ

ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমান পদ্মা ব্যাংক) অর্থ আত্মসাত মামলায় সাত দিনের রিমান্ডের এক দিনের মাথায় হঠাৎ ‘অসুস্থ বোধ করায়’ রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদ ওরফে সাহেদ করিমকে হাসপাতালে নিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে এনেছে দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক। তবে পরীক্ষায় তার কোনো স্বাস্থ্য জটিলতা পাওয়া যায়নি।

এ কারণে মঙ্গলবার সাহেদকে দ্বিতীয় দিনের জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হয়নি। এ তথ্য জানিয়েছেন দুদকের পরিচালক (জনসংযোগ) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য।

তিনি বলেন, সাত দিনের রিমান্ডে পেয়ে সোমবার সাহেদ করিমকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দুদক। প্রথম দিনের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সন্ধ্যায় তাকে রমনা থানার হাজতখানায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাতে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে মঙ্গলবার তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রণব জানান, হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে বেলা ২টার দিকে সাহেদকে আবার দুদকে নেয়া হয়। তিনি জানান, সাহেদ এখন সুস্থ আছেন। হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তার কোনো জটিলতা দেখা যায়নি। তদন্ত কর্মকর্তা যদি মনে করেন, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ফারমার্স ব্যাংকের গুলশান করপোরেট শাখার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদক প্রধান কার্যালয়ের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান মিরাজ বাদী হয়ে গত ২৭ জুলাই সাহেদের বিরুদ্ধে এ মামলা করেন।

দুদকের এ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে গত ১০ আগস্ট সাহেদকে ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে হাজির করা হলে বিচারক কে এম ইমরুল কায়েশ সাতদিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

করোনা টেস্ট নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠলে সাহেদকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়। সূত্র-যুগান্তর

একদিনে আরও ৪৬ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩২০০

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৭৪০ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ২০০ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৮২ হাজার ৩৪৪ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ২৩৪ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৬২ হাজার ৮২৫ জন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৬৩০টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ২০০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট শনাক্ত ২ লাখ ৮২ হাজার ৩৪৪।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

এই সময়ে দেশে আরও ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৩৫ ও নারী ১১ জন। এ নিয়ে দেশে মোট ৩ হাজার ৭৪০ জন কোভিড রোগীর মৃত্যু হলো।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ২৩৪ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ৬২ হাজার ৮২৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৭ দশমিক ৬৭ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩২ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব

স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ। সূত্র-যুগান্তর

স্বাস্থ্যের সচিব-ডিজির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সেবা বিভাগের সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের (ডিজি) বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তির জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহায়তাকারী সুরক্ষা প্রদান নীতিমালা-২০১৮’ শিরোনামে করা নীতিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করতে দুই বছর আগের দেওয়া নির্দেশ কার্যকর না করায় এই রুল জারি করা হয়েছে।

বিচারপতি মামনুন রহমান ও বিচারপতি খিজির হায়াতের ভার্চুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ আজ মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) এই রুল জারি করেন। সংশ্লিষ্টদের দুই সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড ট্রাস্ট সার্ভিসেস (ব্লাস্ট)-এর করা এক আবেদনে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে। আদালতে আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম।

আদেশের পর ব্যারিস্টার রাশনা ইমাম সাংবাদিকদের বলেন, ২০১৮ সালের ৮ আগস্ট হাইকোর্ট এক রায়ে নীতিমালার গেজেট জারি করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু রায়ের কিছুই বাস্তবায়ন করেননি সরকারের সংশ্লিষ্টরা। একারণে আদালত অবমাননার আবেদন করে ব্লাস্ট। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত রুল জারি করেছেন।

২০১৬ সালের ২১ জানুয়ারি আরাফাত নামের এক ব্যক্তি বাসে উঠতে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন। তাঁকে নিকটস্থ তিনটি হাসপাতালে নেওয়া হলেও তাঁকে চিকিৎসাসেবা দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। পরে

তাঁকে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে মারা যান তিনি। ওই ঘটনায় ব্লাস্ট ও সৈয়দ সাইফুদ্দিন কামাল নামের এক ব্যক্তি রিট আবেদন করেন।

হাইকোর্ট ২০১৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এক আদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের জরুরি চিকিৎসা সেবা দিতে দেশের সকল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসককে নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে সরকারকে নীতিমালা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আদালতের এই আদেশের পর সরকার নীতিমালার খসড়া তৈরি করে তা আদালতে দাখিল করে।

আদালত রায়ে সরকারের চূড়ান্ত খসড়ায় দুটি ধারা পরিমার্জন করে দেন। রায়ের কপি পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে নীতিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করতে স্বাস্থ্যের সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই গেজেট জারি করা হয়নি।

সূত্র- কালের কন্ঠ

মুজিববর্ষে কোটি গাছের চারা রোপণে দেশে সবুজ বিপ্লব হবে : নৌ প্রতিমন্ত্রী

মুজিববর্ষে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত এককোটি গাছের চারা রোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশে সবুজ বিপ্লব সাধিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এ কর্মসূচি সবুজ বাংলাদেশ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে জাতীয় সংসদ আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার দুপুরে সংসদ ভবন চত্বরে গাছের চারা রোপণ করে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

খালিদ বলেন, করোনা মহামারির কারণে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর কর্মসূচিতে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। তবে সারাদেশে প্রধানমন্ত্রী

ঘোষিত এককোটি গাছের চারা রোপণ কর্মসূচি চলমান আছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুজিববর্ষে সারাদেশে এককোটির বেশি গাছের চারা রোপন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রতিবছর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে থাকেন। বিশ্বে দ্বিতীয় কোন রাজনৈতিক দল এভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে না। তিনি বলেন, এজন্যই সারাবিশ্বে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিবেশ-বান্ধব রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃত।

প্রকৃতি ও মানুষ সবকিছু মিলিয়েই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন মন্তব্য করে খালিদ মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধু সেই ধরনের মানুষ যিনি প্রকৃতির সঙ্গে ছিলেন। আপনারা জানেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান- এ উদ্যান কিন্তু উদ্যান ছিলনা। এখানে ঘোড়ার দৌড় হত এবং সেটা নিয়ে বাজি খেলা হত। সেটাকে তিনি বাতিল করে দিয়ে, সেখানে তিনি উদ্যান করেছেন। গাছ লাগিয়েছিলেন। নারকেল গাছের চারা তিনি লাগিয়েছিলেন। আজকে সেটা উদ্যানে পরিণত হয়েছে। ঢাকাবাসীকে স্বাস্থ্যকর একটি উদ্যান তিনি উপহার দিয়েছেন।

খালিদ আরও বলেন, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় জাতির পিতা গাছের চারা লাগিয়েছেন। সেটা আজকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমাদের রক্ষা করছে। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, সুন্দরবন যদি রক্ষা না হয়; বাংলাদেশ রক্ষা হবে না।

এ সময় সাবেক প্রতিমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ এমপি, হুইপ মাহবুব আরা বেগম গিনি, নাদিরা সুলতানা এমপিসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র- র্ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সোমবার রাত ১০টার দিকে তাদেরকে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১৫ (র্যাব) এর কক্সবাজার কার্যালয়ে নেয়া হয়। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের এ হত্যাকাণ্ডে তাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। পরে তাদের মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খান হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

গ্রেফতার তিনজন হলেন- এপিবিএনের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাহজাহান, কনস্টেবল রাজীব ও আব্দুল্লাহ। ৩১ জুলাই ঘটনার দিন এই তিনজনই এপিবিএনের চেকপোস্টে দায়িত্ব পালন করেছেন।

র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল আশিক বিল্লাহ গ্রেফতারের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

৩১ জুলাই ঈদুল আজহার আগের রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান।

ঘটনার পর পুলিশ বাদী হয়ে টেকনাফ থানায় দুটি মামলা করে। আর রামু থানায় একটি মামলা করা হয়।

পরে ৫ আগস্ট কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যা মামলা করেন সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের বড় বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস।

এতে ৯ জনকে আসামি করা হয়। আসামিরা হলেন- টেকনাফ থানার বরখাস্ত হওয়া ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, টেকনাফের বাহারছড়া শামলাপুর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের

প্রত্যাহার হওয়া পরিদর্শক লিয়াকত আলী, এসআই নন্দদুলাল রক্ষিত, এএসআই লিটন মিয়া, পুলিশ কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, মো. মোস্তফা ও এসআই টুটুল। এদের মধ্যে আসামি মোস্তফা ও টুটুল পলাতক।

এর মধ্যে রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া পুলিশের চার সদস্য এবং এ ঘটনায় পুলিশের দায়ের করা মামলার তিন সাক্ষীকে গত শুক্রবার থেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে র্যাব।

যাদের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে তারা হলেন- এএসআই লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর রহমান, কামাল হোসেন, আবদুল্লাহ আল মামুন, পুলিশের দায়ের করা মামলার সাক্ষী মো. নুরুল আমিন, মো. নেজামুদ্দিন ও মোহাম্মদ আয়াছ।

সূত্র- যুগান্তর

মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে, নিহত ৮

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে শিশুসহ আটজন নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন ছয়জন।

মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে ফুলপুর-শেরপুর সড়কের বাশাটি নামকস্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নামপরিচয় জানা যায়নি।

জানা গেছে, মাইক্রোবাসটি ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় যাচ্ছিল। পথে ফুলপুরের বাশাতি নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় মাইক্রোবাসটি। এতে ঘটনাস্থলেই আটজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন।

নিহতদের মধ্যে এক শিশু, পাঁচ নারী ও দুই পুরুষ রয়েছেন।

খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় উদ্ধার কাজ শুরু করে ফায়ার সার্ভিস।

ফুলপুর থানার ওসি ইমারাত হোসেন গাজী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের নামপরিচয় জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে উদ্ধারে কাজ চলছে। আহত ছয়জনকে স্থানীয় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

কুর্মিটোলায় ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ: চার্জ গঠন ২৬ আগস্ট

রাজধানীর কুর্মিটোলা হাসপাতাল এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার মজনুর বিরুদ্ধে দেয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়েছেন আদালত। আগামী ২৬ আগস্ট অভিযোগ গঠনের শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছে।

রোববার ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার এই আদেশ দেন।

এর আগে ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণের ঘটনার মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম (সিএমএম) আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। মামলার অভিযোগপত্রে ১৬ জনকে সাক্ষী করা হয়। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোনসহ মামলার আলামত হিসেবে ২০ ধরনের জিনিসপত্র জব্দ দেখানো হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলা হয়, গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী রাজধানীর কুর্মিটোলা বাসস্ট্যান্ড থেকে ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গলফ ক্লাবসংলগ্ন স্থানে পৌঁছান। এ সময় আসামি মজনু তাকে তুলে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন।

এ ঘটনায় ওই শিক্ষার্থীর বাবা ক্যান্টনমেন্ট থানায় মামলা করেন। পরে র্যা ব-১ অভিযান চালিয়ে মজনুকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর রিমান্ডে মজনু ওই শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করে। পরে ১৬ জানুয়ারি আদালতে সে এ বিষয়ে জবানবন্দিও দেয়। পুলিশ আদালতকে প্রতিবেদন দিয়ে বলেছে, আসামি মজনু একজন অভ্যাসগত ধর্ষক (সিরিয়াল রেপিস্ট)। প্রতিবন্ধী ও ভ্রাম্যমাণ নারীদের ধর্ষণ করে আসছিল সে।

সূত্র- যুগান্তর

গভীর সমুদ্র থেকে টুনা সংগ্রহের পরিকল্পনা, নেয়া হচ্ছে “পাইলট প্রকল্প”

বর্তমানে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, চীন, ভিয়েতনামের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। দেশে বর্তমানে উৎপাদিত মাছের পরিমাণ ৪২.৭৭ লাখ মেট্রিক টন। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ মাছ মোট ৩৬.২২ লাখ মেট্রিক টন ও উপকূলীয় সামুদ্রিক মাছ ৬.৫৫ লাখ মেট্রিক টন। তবে সমুদ্রে অপার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাবে গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ সংগ্রহ করা হয় না। গভীর সমুদ্র থেকে টুনা মাছ আহরণ করলে বাংলাদেশের অবস্থান আরও উপরে উঠে যাবে।

মিয়ানমার ও ভারতের দখল থেকে মুক্ত হয়ে মোট এক লাখ ৩১ হাজার ৯৮ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। নীল জলরাশির তেল, গ্যাস, মাছসহ প্রয়োজনীয় সম্পদ রক্ষা ও এর আহরণে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে সৎ ও দক্ষ জনবল গড়তে চায় সরকার।

দেশে মাছ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াতে কয়েকটি ভ্যাসেল কেনার পরিকল্পনা করছে মৎস্য অধিদপ্তর। এর মাধ্যমে গভীর সমুদ্র থেকে বেশি পরিমাণে টুনা মাছ আহরণ করা হবে। ‘গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প’ হাতে নেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যয় ৬১ কোটি ৬ লাখ টাকা।

আগামীকাল মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রকল্পটি উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পেলে চলতি মাস থেকে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় গভীর সমুদ্র ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও সমজাতীয় মাছের প্রাপ্যতা যাচাই ও আহরণে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। এছাড়া গভীর সমুদ্রে অনাহরিত টুনা ও সমজাতীয় মাছ আহরণের মাধ্যমে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা এর লক্ষ্য। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরি

করা হবে।

গভীর সমুদ্রে টুনা ধরতে তিনটি লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ভ্যাসেল কেনা হবে। এছাড়াও ভ্যাসেল পরিচালনা করতে দেশি-বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। এছাড়া টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার কর্মকৌশল ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি, ক্রুসহ টুনা আহরণে নিয়োজিত ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৩৭ জন দেশীয় ও সাতজন আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগ করা হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য (সচিব) মোহাম্মদ জাকির হোসেন আকন্দ জানান, আমরা বিশাল সমুদ্র জয় করেছি। এটাকে কাজে লাগাতে সরকার নানা ধরনের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় গভীর সমুদ্রে টুনা মাছ ধরতে একটা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি আগামী একনেক সভায় উপস্থাপন করা হবে।

আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে মৎস্য আহরণের আইনগত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার পেয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে নতুন নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য সেক্টরের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ আহরণ প্রধানত সাগরের অগভীর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রেই মৎস্য সংরক্ষণ আইন সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হয় না। এছাড়া আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রলারের মাধ্যমে মৎস্য আহরণ চারটি ফিশিং গ্রাউন্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সরকারি উদ্যোগে নতুন ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণসহ আন্তর্জাতিক বাজারে অধিক চাহিদাসম্পন্ন এবং মূল্যবান প্রজাতির টুনা মাছ আহরণে দক্ষতা অর্জন করতে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে দ্রুত সম্পৃক্ত করা হবে। দেশে ও বিদেশে টুনা মাছের অনেক চাহিদা। দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ আয় করা সম্ভব।

এ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) রমজান আলী জানান, সামনে দেশে মাছের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা হবে। এ জন্য আমরা বেশকিছু প্রকল্প হাতে নিতে যাচ্ছি। বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মাছ উৎপাদনের পরিমাণ বেশি। সামুদ্রিক মাছ বলতে উপকূলীয় এলাকা থেকে উৎপাদিত মাছ।

তিনি আরও বলেন, আমরা এখন গভীর সমুদ্রে থেকে সরকারিভাবে টুনা মাছ আহরণে ব্যাপারে ভাবছি। এতে করে দেশে মোট মাছ উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়বে। এ জন্য ভ্যাসেলও কেনা হবে। ভ্যাসেল কেনার পরেই আমরা গভীর সমু্দ্র থেকে টুনা মাছ ধরবো। আহরণ না থাকায় টুনা মাছ অনেক দামি। সাধারণ মানুষ খেতে পারেন না। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইলিশের মতো সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবো সুস্বাদু টুনা মাছ।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

সুখবর! রাশিয়ার পর এবার ভ্যাকসিন অনুমোদন দিল চীন

রাশিয়ার পর এবার করোনা ভ্যাকসিনের অনুমোদিন দিল চীন। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষায় দারুণভাবে সফল হওয়ার পর ভ্যাকসিনটির অনুমোদন দিয়েছে শি জিনপিং প্রশাসন।

দেশটির সেনাবাহিনীর সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ চেন ওয়ের দল এবং স্যানসিনো বায়োলজিকসের তৈরি করেছে এই ভ্যাকসিন। ‘এড৫-এনসিওভি’ নামের ভ্যাকসিনটি রবিবারই নিবন্ধন করেছে চীন।

চীনের গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক (সিজিটিএন) টুইটারে এ তথ্য জানিয়েছে।

টুইট বার্তায় বলা হয়, চীন প্রথম করোনা ভ্যাকসিনের পেটেন্ট অনুমোদন দিয়েছে। পিএলএ (চীনা সেনাবাহিনী) সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ চেন ওয়ের দল তৈরি করেছে ভ্যাকসিনটি। এর আগে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভ্যাকসিনটি নিরাপদ এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম।

আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে প্রকাশিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের তথ্যের বরাত দিয়ে সিনহুয়া নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, করোনার এই ভ্যাকসিন নিরাপদ ও প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করেছে। প্রথম ধাপের ট্রায়ালে ১৮ থেকে ৫৯ বছর বয়সী ৩২০ জন স্বাস্থ্যবান

স্বেচ্ছাসেবক অংশ নিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ধাপে ২২৪ জন স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেন।

সিনহুয়া জানিয়েছে, ট্রায়ালের ফলাফলগুলো ইঙ্গিত দেয় যে ভ্যাকসিন কার্যকরভাবে স্বেচ্ছাসেবীদের শরীরে নিরপেক্ষ অ্যান্টিবডি তৈরি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্রিয়ায় ভালো সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

এর আগে করোনার প্রথম ভ্যাকসিনের নিবন্ধন করে রাশিয়া। রবিবার দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, তারা এরই মধ্যে করোনার ভ্যাকসিন তৈরি শুরু করে দিয়েছে। তাদের ভ্যাকসিনটি প্রথম প্রয়োগ করা হবে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে। সূত্র: সিজিটিএন, এএ

সূত্র- বিডি প্রতিদিন